বহুভাষী ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে হিন্দি, ইংরিজি ও অন্যান্য ভাষার ভূমিকা

অনিমেষকান্তি পাল

।। এক।।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারত হচ্ছে এক বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্ম ও বহু সংস্কৃতির দেশ। এর কারণ, ভারতে মানুষ এসে পৌঁছেছে নানা পশ্চাৎভূমি থেকে। তথাপি, ভারতের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শাসকরা এই সব বহুজাতির মানুষকে এক শাসনের নিচে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন শাসক বর্গ তাদের প্রজাবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাদের শাসকদের সঙ্গে প্রজারা কোন ভাষায় কথা বলবেন আর নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার জন্যই বা কোন ভাষা ব্যবহার করবেন সে প্রশ্নও অবশ্যই ছিল। ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ভাষার প্রশ্নটিকে কীভাবে সমাধান করা হয়েছিল সেটা জানা তাই, খুবই প্রাসঙ্গিক। স্বাভাবিক ভাবেই, জনগণের যেমন নিজস্ব পছন্দ ছিল তেমনি শাসকদেরও প্রথমে পছন্দ থাকত নিজেদের ভাষাটিকেই, পরে অবশ্য মসৃণভাবে রাজ্য পরিচালনার জন্যে আপোষ করে নিতে হতো।

এই সম্বন্ধে প্রাচীনতম সাক্ষ্য দেখা যায় ভারতের নানা জায়গায় পাওয়া, সম্রাট অশোকের শিলালিপিগুলিতে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এই সব শিলালিপিতে দেখা যায় প্রাচীন প্রাকৃত ভাষার নানা স্থানীয় রূপের ব্যবহার। সম্রাট সম্ভবত তাঁর প্রজাবর্গের সঙ্গে এমন এক ভাষায় কথা বলতে চেয়েছিলেন যা তাঁর বিবেচনায় সহজবোধ্য হতে পারে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে, গুপ্তদের শাসনের আমলে রাজকীয় লেখমালাতে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারই পাওয়া যায়। এ ব্যাপারটা চালু ছিল খ্রিস্টপর দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। তারপর ক্রমশ, এখানে, ছোটো ছোটো কিছু অঞ্চল বাদ দিয়ে গোটা দেশেই মুসলমান শাসকদের প্রভুত্ব ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের শাসনকালের শেষ পর্যন্ত মুসলমান শাসকবর্গের পছন্দের ভাষা ছিল ফার্সি। কিন্তু শাসকদের ঘনিষ্ট মানুষজন কথা বলতেন উর্দু ভাষায়। এই ভাষার ব্যাকরণটি গড়ে উঠেছিল হিন্দুস্থানি ভাষার ব্যাকরণের উপর ভিত্তি করে। হিন্দুস্থানী ছিল দিল্লি এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষদের কথ্য ভাষা। নিয়মমাফিক, উর্দু ভাষার শব্দ ভাণ্ডারের বৃহদংশই সরাসরি ধার করা হতো ফার্সি ভাষা থেকে।

ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকেও, ফার্সিই ছিল রাষ্ট্রভাষা। ব্রিটিশ অফিসাররাও ফাসি এবং হিন্দুস্থানী ভাষা রপ্ত করে নিতেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ইংরিজি কেবল রাষ্ট্রভাষাই নয়, হয়ে দাঁড়ালো সংস্কৃতি, ব্যবসা - বাণিজ্য এবং উচ্চ - শিক্ষার ভাষাও। শাসকদের সঙ্গে সাধারণত মানুষের যখন যোগাযোগের প্রয়োজন পড়তো তখন তাদের ইংরিজিই ব্যবহার করতে হতো এবং এই ভাবে, কেবল ভারতবর্ষেই নয়, গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জুড়েই ইংরিজি হয়ে উঠল সর্বেসর্বা।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে ব্রিটিশ শাসকরা দেশ ছেড়ে গেলে, কিছু লোক আশা করেছিল যে এবার ইংরিজির ব্যবহার বন্ধ হবে এবং তার পরিবর্তে এক বা একাধিক ভারতীয় ভাষা রাষ্ট্রের কাজে হয়তো গৃহীত হবে। কিন্তু ব্যাপারটা অমন সহজ সরল ছিল না; কারণ ছিল; অনেক বিবেচনার বিষয় ছিল। আর, বছর যতই গড়াতে লাগল ব্যাপারটা ততই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠতে লাগল। এখন বিষয়টিকে আমাদের আবার নতুন করে বিবেচনা করে দেখতে হবে এবং সেটা হতে হবে আধুনিক সমাজ-ভাষা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ভারতের বিভিন্ন মানুষের প্রত্যাশার দৃষ্টিকোণ থেকে। এরজন্যে ধৈর্যের দরকার আর দরকার একের অন্যের দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে সহনসীলতার। সেই সঙ্গে চাই চূড়ান্ত যত্ন যাতে ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হতে পারে।

।।দুই।।

স্বাধীনতার পরে সংবিধান - রচনা - সভাতে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি নিয়ে অনেক দিন ধরে বিতর্ক চলেছিল কিন্তু কোনো সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ইংরিজির পরিবর্তে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবটি পাশ করানো যাচ্ছিল না কারণ প্রস্তাবের পক্ষে এবং বিপক্ষে ভোট হয়েছিল সমান সমান। তখন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, যিনি নিজে হিন্দি ভাষী, হিন্দির পক্ষে সভাপতি হিসেবে নিজের ভোটটি দিয়ে দেন। ইংরিজির বদলে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করবার প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল এই রকম করে। যাঁরা হিন্দিকে গ্রহণ করার বিপক্ষে ছিলেন তাঁদের কাছে সভাপতির কাস্টিং ভোটের গ্রহণযোগ্যতা যথেষ্ট বলে মনে হয়নি। এই কারণে কয়েকটি কার্যক্রম সর্ব সম্মতি ক্রমে প্রস্তাবিত ও গৃহীত হয়েছিল।

প্রথমত, স্থির হয়েছিল যে পরবর্তী পনেরো বছরের জন্য ইংরিজির স্থান অপরিবর্তিত থাকবে। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল ১৯৪৯ সালে। এখন আমরা ২০০৯ সালে উপনীত হয়েছি। কিন্তু এখনো সরকারী ভাবে ইংরিজির জায়গা অপরিবর্তিত আছে। কারণ পরবর্তী কালে এই পরিস্থিতিকে বেশ কয়েকবার সমর্থন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তপশীলে সমস্ত প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলিকে ভারতের জাতীয় ভাষা বলে অভিহিত করা হলো। তারপর পরবর্তী কালে আরো সংশোধনী যোগ করে আরো। অনেকগুলি ভাষার নাম মূল তালিকাতে যুক্ত করা হলো। ঐ সব ভাষাগুলি যারা বলেন তাদের দাবি পূরণ করার জন্যেই কোনো না কোনো প্রধান ভাষাকে সরকারি ভাষা করা হলো, যেমন — তামিলনাড়ুতে তামিলভাষা, অন্ধ্রে তেলেগু ভাষা, গুজরাটে গুজরাটি ভাষা, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কটি রাজ্যে সরকারি ভাষা হলো হিন্দি।— এই রাজ্যগুলি হলো বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্রিশগড়, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, দিল্লি এবং রাজস্থান। ফলে দশটি রাজ্যে সরকারি ভাষা হয়ে যাওয়ার হিন্দি ভাষার অবস্থান হয়ে উঠলো অতি বিশিষ্ট।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ইংরিজির জায়গায় হিন্দিকে কেন স্থান দেওয়া সম্ভব হলো না। স্বাধীনতা লাভের প্রায় ষাট বছর পরেও। এখন অবশ্য ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে ভারতে আমরা আইন প্রণয়ন করে কিংবা অন্য ভাবে কিছুতেই ইংরিজিকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে চলতে পারব না। উপরন্তু, এটাও একটা বাস্তব ঘটনা যে ইংরিজি হচ্ছে উত্তর - পূর্বের অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মেঘালয় এবং সিকিম রাজ্যের সরকারি ভাষা। হিন্দি যেমন দশরাজ্যের সরকারী ভাষা তেমনি ইংরিজিও পাঁচটি এমন রাজ্যের সরকারি ভাষা যেখানে মানুষ কথা বলেন অন্য সব ভাষায়। সে সব ভাষা এখনো লেখা হয় না। তাছাড়া প্রযুক্তি গত শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিচার বিভাগের উচ্চস্তরে ইংরিজি এখনো একমাত্র ভাষা। তাছাড়া আমদানি - রপ্তানিতে, বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রে, শিল্প - বাণিজ্যে, শেয়ার বাজারে এমনকি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ইংরিজি ভাষাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিমান পরিবহনে, রেল চলাচলে, ডাক ও টেলিফোন ব্যবস্থায় ইংরিজি ভাষা অপরিহার্য।

ইংরেজরা যদিও অনেক আগেই আমাদের দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে তবুও ভারতের মানুষ এখনও ইংরিজিকে ছাড়তে রাজি হয় নি। উল্টোদিকে, ইংরিজি ভাষায় বই এবং পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে গোটা পৃথিবীতে ভারত এখন রয়েছে তৃতীয় স্থানে। আর ভারতে পত্র পত্রিকা এবং পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রচার সংখ্যার দিকে দেখলে ইংরিজি ভাষাকেই প্রথম স্থান দিতে হয়। যে দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা এখনো শতকরা প্রায় ষাট সে খানে ইংরিজি ভাষায় প্রকাশনার সংখ্যা প্রতি বছর যে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ভারতীয় সমাজে ইংরিজি ভাষার স্থান কোথায় সেই সম্বন্ধে এই সব তথ্যের সাক্ষ্য প্রায় তর্কাতীত।

।। তিন।।

হিন্দিও বেড়েই চলেছে এবং তা কেবল সরকারি ভাবে নয়, বরঞ্চ সামাজিকভাবে, সংস্কৃতি গত ক্ষেত্রে, এমনকি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও। এইসব ক্ষেত্রগুলিকেও আমাদের নজর করে দেখার দরকার। প্রথমত, দশটি রাজ্যে সরকারি ভাষা হওয়ার ফলে বিমান সবাগুলিতে, সরকারি চিঠিপত্র - প্রতিবেদনে, রাজ্যগুলির শাসনকার্যে, রাজ্যস্তরীয় ব্যবসায় - বাণিজ্যে, সাংস্কৃতি ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে হিন্দি ভাষাই ব্যবহৃত হয়ে তাকে। গোটা প্রজাতন্ত্রের সরকারি ভাষা হওয়ার কারণে সংসদের উবয় কক্ষে হিন্দি বিনা বাধায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের সব অধিকারিকদের দ্বারা—রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সহকর্নী ও সচিবদের দ্বারা —রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং তার সহকর্মী ও সচিবদের দ্বারা। কেন্দ্রীয় সরকারের সব বিভাগ এবং সর্ব প্রকার পরিষেবা সমূহ প্রথম যোগাযোগ করেন হিন্দিতে পরে ইংরেজিতে । প্রজাতন্ত্রের দশটি রাজ্য পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করে হিন্দি ভাষায়। প্রতিরক্ষা বিষয় ব্যাপারগুলির ক্ষেত্রে সমস্তরকম যোগাযোগে প্রথমে ব্যবহৃত হয় হিন্দি তারপর ইংরিজি। কাজেই যে সব নাগরিকের মাতৃভাষা হিন্দি তারা ভাষার ব্যাপারে কিছুটা সুবিধা পেয়ে যায় । ভাষার ক্ষেত্রে, হিন্দি যাদের মাতৃভাষা তাদের এই অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়ার ব্যাপারটাকে, প্রজাতন্ত্রের প্রারম্ভিক কাল থেকেই অ-হিন্দি ভাষীদের গভীর অসন্তোষের কারণ, বিশেষত দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে এবং পূর্বের রাজ্যগুলিতেও। হিন্দির বিরুদ্ধে এই অসন্তোষের জন্যই এখানে ইংরিজির বদলে হিন্দিকে চালানোর চেষ্টা সফল হয়নি।

তবে হিন্দির পক্ষে কিছু সংখ্যক সহায়ক প্রভাবও কাজ করছে যা এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। এগুলির মধ্যে প্রথম হচ্ছে হিন্দি সিনেমা-শিল্পের প্রভাব যার কেন্দ্রটি কিন্তু হিন্দি বলয়ে নয়, মুম্বই নগরে। অহিন্দি ভাষার হিনেমা শিল্পে বিরাট অগ্রগতি ঘটা সত্ত্বেও, মুম্বইয়ে তৈরি হিন্দি সিনেমাই এখন ভারতীয় বিনোদন ব্যবসায় সর্বে সর্বা হয়ে উঠেছে। হিন্দি ফিল্মি গানের জনপ্রিয়তা এখন একটা সর্ব ভারতীয় ঘটনা। ভাষা গত অসুবিধা থাকলেও হিন্দি সিনেমা এখন জনসাধারণের ভালবাসা পায়। হিন্দি এখন আরো বেশি বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে কারণ হিন্দি সিনেমা এবং গান এখন সর্ব সাধারণের কাছে প্রিয় হয়ে উঠছে।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রায় সকল রাজ্যেই এমন বিরাট বিরাট শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে। এগুলোকে হাজার হাজার কর্মী প্রয়োজন যাদের শ্রম এবং দক্ষতা ছাড়া এগুলির অগ্রগতি সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রগুলিতে হিন্দি এবং ইংরেজি এই দুই ভাষারই প্রভাব প্রসারিত হচ্ছে। উচ্চতর স্তরে যেখানে উন্নত নৈপুণ্য এবং দক্ষতার প্রয়োজন সেখানে তো ইংরিজি অপরিহার্য আর নিম্নতর স্তরে হিন্দির প্রতিপত্তিও প্রবল। উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে কর্ণাটক রাজ্যের বেঙ্গালুরু শহরটিকে। ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে ভিড় করে আসা বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্যে এই শহরে হিন্দি এখন একটা সাধারণ ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথবা ধরা যেতে পারে উত্তর - পূর্বের চা - বাগানগুলিকে যেখানে শ্রমিকেরা প্রধানত এসেছে মধ্যাঞ্চল থেকে, ফলে এই বিরাট অঞ্চল জুড়ে হিন্দিরই এখন প্রধান্য। আজকের ভারতের যেখানেই বড়ো বড়ো শিল্পের জন্য বিশাল শ্রমিক শক্তির প্রয়োজন হচ্ছে সেখানেই নিঃসন্দেহে নিম্নতর স্তরের সর্বত্র হিন্দিই হয়ে দাঁড়াচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির সর্বজনবোধ্যভাষা।

তৃতীয়ত, পরিবহন শিল্পে বিপুল অগ্রগতির জন্য ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রায় সমস্ত রকম মানুষের কাছে এই বিরাট দেশের কোণে কোণে পৌঁছে যাবার সুযোগ এসে গেছে। রেল স্টেশনে, বিমান বন্দরে, রাস্তার ধারে খাবার জায়গা - ধাবাগুলিতে সাধারণ মানুষ বিনা দ্বিধায় হিন্দি ভাষাই ব্যবহার করে থাকে।

গোটা ভারতকে এক সঙ্গে ধরে, সাধারণ ভাবে যোগাযোগের বিষয়টিকে আমরা বিবেচনা করে দেখতে পারি। এখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে শিক্ষিত স্তরে ইংরিজিকে আমরা আর বাদ দিয়ে চলতে পারি না। আর যেখানে বিপুল সংখ্যাক শ্রমিক - কর্মচারীরা সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ছে সেখানে আমাদের হিন্দির আর কোনো বিকল্প নেই, কিন্তু অভ্যন্তরীণ কাজকর্মে, কি বাইরের কাজ কর্মে। এর কারণ, বিপুল সংখ্যক জনগণ এখনো অশিক্ষিত রয়ে গেছে। আর আজকের দিনে যতটা প্রয়োজন, শিক্ষার স্তরকে তত উঁচুতে তুলবার মতো সময় এখন আর আমাদের হাতে নেই। সুতরাং হিন্দিকে হয়ে উঠতে হবে ব্যাপক জনগণের ভাষা; সব হিসেব নিকেশ সরকারী নীতি এবং শিক্ষাক্ষেত্রের কর্তাব্যক্তিদের পছন্দ - অপছন্দ ইত্যাদি পড়ে থাকবে পিছনে।

।। চার ।।

জনসাধারণের ভাষা হয়ে উঠবার জন্যে হিন্দির কিছু কিছু সুবিধা আছে যেগুলি আধুনিক সমাজ — ভাষা - বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। প্রায় হাজার বছরের কাছাকাছি সময় ব্যাপী দিল্লি হচ্ছে ভারতের রাজধানী। এই সময় ধরে দিল্লি এবং তার আশেপাশের অঞ্চলের মানুষজন কথা বলেছে পশ্চিমা হিন্দি এবং তার নানা উপভাষায়। মুসলমান রাজত্বকালে এই ভাষাটিই চূড়ান্তভাবে ফার্সি প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে উর্দু ভাষার উদ্ভব ঘটে। তারপর খুবই অল্প সময়ের মধ্যে উর্দু ভাষা নানা ভাবে মান্যতা লাভ করে একটি সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হয়। ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে পশ্চিমা হিন্দি এবং তার উপভাষাগুলিকে নাম দেওয়া হয়েছিল হিন্দুস্থানি ভাষা। আর বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বারাণসীর পণ্ডিতদের চেষ্টায়, উর্দুর বিকল্প হিসেবে ধীরে ধীরে তাতে সংস্কৃতের প্রভাব বাড়তে তাকে এবং হিন্দি ভাষার নতুন চেহারা ফুটে উঠতে থাকে। স্বাধীনতা লাভের পর হিন্দির এই রূপটিই প্রবল মান্যতা লাভ করতে থাকে। ভারতের সরকারি ভাষা হিসেবেও গৃহীত হয়ে যায় হিন্দির এই রূপটিই।

ভারতের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশ এখন হিন্দির এই মান্য রূপটিকেই তাদের মাতৃভাষা বলে দাবি করে থাকেন। আর পাঞ্জাবি, গুজরাটি এবং মারাঠি এই তিন পশ্চিমাঞ্চলীয় ভাষাও এই হিন্দির খুব কাছাকাছি। তাছাড়া সুপ্রচুর ফার্সি উপাদানে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও উর্দু এবং হিন্দি পরস্পর বোধগম্য ভাষা। বাংলা, ওড়িয়া এবং অসমিয়া এই তিন পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাও হিন্দির থেকে খুব দূরবর্তী নয়। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষও কিয়ৎ পরিমাণে হিন্দি বুঝতে পারে। দক্ষিণাঞ্চলীয় চার ভাষার মধ্যে - কন্নড়, মালায়ালম এবং তেলেগু ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ থাকায় এই সব ভাষা ভাষী মানুষদের কাছে হিন্দি সম্পূর্ণরূপে দুর্বোধ্য নয়। তবে, তামিল ভাষাভাষীদের কাছে

হিন্দি ভাষা নিয়ে প্রচুর অসুবিধা আছে। তালিমনাড়ু ছাড়া অন্যত্র ভাষিক ব্যবধান দুরতিক্রম্য নয়। কাজেই এটা এখন সুস্পষ্ট যে সমস্ত ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে একমাত্র হিন্দি ভাষারই সাধারণত মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এই গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারটা এখনো পর্যন্ত একটা তাত্ত্বিক সম্ভাবনার পর্যায়েই আটকে আছে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তোলার জন্যে এখানে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। কাজেই, বর্তমানে এই বিষয়ে অগ্রগতির যে হার দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় ভারতের অন্য সব ভাষাভাষীদের কাছে হিন্দি ভাষা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে হয়তো আরো এক শতাব্দী সময় লেগে যাবে।

এর মধ্যে আর কী কী ঘটা সম্ভব? প্রথমত, ভারতের সর্বত্র সময়ের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার উন্নতি ঘটাতে হবে এবং নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হবে। অনতিবিলম্বে প্রযুক্তিগত শিক্ষাকেও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী উন্নত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি ভারতীয় নাগরিককে অন্তত তিনটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হবে— যথাক্রমে মাতৃভাষা, ইংরিজি এবং অপর কোনো একটি ভারতীয় ভাষায়। হিন্দি ভাষীদের জন্য কোনো একটি দক্ষিণী কিংবা পূর্বী ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক হওয়া চাই ইংরিজির পাশাপাশি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। একই ভাবে দক্ষিণী ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে তার মাতৃভাষা, ইংরিজি এবং হিন্দি। মাধ্যমিক পাঠক্রমে বাধ্যতামূলকভাবে তিনটি ভাষা শেখা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। তৃতীয়ত, জাতীয় পর্যায়ে এবং রাজ্য পর্যায়ে প্রতিটি ভাষা- সাহিত্যের সেরা সৃষ্টিগুলিকে পারস্পরিক ভাবে অনুবাদের মধ্যে দিয়ে গুরুত্বসহকারে তুলে ধরতে হবে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজসরকারের আর্থিক অনুদান যথোপযুক্ত হওয়া চাই। চতুর্থত, বার্ষিক সামাজিক অনুষ্ঠান হিসেবে বইমেলাকে উৎসাহ দিতে হবে যাতে দেশের সেরা মনন - সম্পদগুলি পাশাপাশি উঠেআসে। সর্ব শেষে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, —ভাষা প্রাধান্যবাদ ও উন্নসিকতা সর্বরকমে পরিহার করতে হবে।

।। পাঁচ।।

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যে সব রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখা গেছে তার কোনোটিই ত্রুটিহীন নয় এবং সংঘর্ষের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু সমাজকল্যাণ মূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই এখানো পর্যন্ত টিকে আছে। ভারতে এই ব্যবস্থাই আমরা অনুসরণ করে চলেছি। এটা বিশেষ করে আমাদের তৃপ্তি এবং গৌরবের কথা যে আমাদের সব রকমের অকর্মণ্যতা এবং উত্থান - পতন সত্ত্বেও আমরা শুধু টিকেই থাকিনি, জীবনের প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে আমরা কিছুনা কিছু এগিয়ে গিয়েছি সগৌরবে। ভারতে, আমরা বহুত্ববাদকেই অনুসরণ করে থাকি এবং সক্রিয় গণতন্ত্র নিয়ে আমাদের পরীক্ষা - নিরীক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে উঠেছে কঠিন এবং দুঃসাধ্য। কিন্তু আবারো আমরা অল্প স্বল্প অহংকার প্রকাশ করে, মার্জনা চেয়ে বলতে পারি যে আমরা এখনো ভালো ভাবেই টিকে আছি। তবে, আমাদের লক্ষ্য এখনো দূরে আর জাতির সামনে পড়ে আছে অনেক দূরের পথ।

এই বিশেষ পটভূমিকায়, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী জাতীয় নেতৃবর্গ সঠিক ভাবেই যেমন ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন— আমাদের ভাষা সমস্যা ঠিক এখনো তেমনি জটিল রয়ে গেছে তবে একেবারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় নি। হিন্দি, ইংরেজি এবং মাতৃভাষা - এই তিন ভাষা নিয়ে ভারতে সকলেই কিছু না কিছু এগিয়ে চলেছেন। তবে সর্বত্র তা একটা খুব চোখে পড়ার মতো হয়তো নয়।

এখন আমাদের বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। ইংরিজি আমাদের সঙ্গেই থেকে যাবে। কারণ ইংরিজি ভারতের বিভিন্ন ভাষা সাহিত্যের মধ্যে সেতুস্বরূপ এবং গোটা পৃথিবীর সঙ্গেও ইংরিজি ভাষার মধ্যে দিয়েই আমাদের প্রধান যোগাযোগ। প্রযুক্তিক্ষেত্রে সুবিপুল অগ্রগতি ঘটানোর জন্যে ইংরিজি ভাষা আমাদের নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার। ভারতীয়তা বোধে বেঁধে রাখার জন্য হিন্দি ভাষাই আমাদের নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার। ভারতীয়তা বোধে বেঁধে রাখার জন্য হিন্দি ভাষাই আমাদের সুবিশাল শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান আশ্রয়; আমাদের দুঃখ - শোকের মধ্যে, আমাদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের মধ্যে, আমাদের শপথ এবং প্রতিজ্ঞার ভাষায় হিন্দি ভাষা আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়। বিগত প্রায় হাজার বছর ধরেই কোনো না কোনো রূপে হিন্দি ভাষা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে এবং আসা করা যায়, আমাদের দেশের চারকোণকে হিন্দি ভাষা বেঁধে রাখবে এক অভিন্ন ভারতীয়তার বোধে, যেমন আমাদের পূর্বজরা গর্বের সঙ্গে বলে গেছেন—এ হলো— বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বিবিধের মাঝে দেখো - মিলন মহান।

অবশ্য, কোনো মতেই অস্বীকার করা যায় না যে বর্তমান ভারতে পথ ভ্রষ্টতার উদাহরণ অনেক এবং বহু সময়েই বিচ্যুতি অসহনীয় হয়ে দাঁড়ায়; তথাপি ভারতের সাধারণ মানুষ এসব তাঁদের শরীর ও মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেন। সবচেয়ে দুর্বহ এবং দুঃসহ হয়ে ওঠে বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, যার ফলে বহু নিরপরাধ মানুষের জীবনহানি হয়। এর ফলে মাঝে মাঝেই সমগ্র জাতি অধীর হয়ে পড়ে। তাঁরা ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের শেষ উদাহরণটি ঘটেছে মুম্বইতে যার ফলে আমাদের দেশ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সামনে পড়ে যেতে পারতো। তবে মনে হয় এ চক্রান্ত সফল হবে না এবং ভারতের জনগণ কোনো ভুল পদক্ষেপ নেবে না। ভারতের মানুষ একটি ভাষা মুখে নিয়ে বড়ো হতে থাকে, তারপর যতই জীবনের পথে হাঁটতে থাকে ততই তারা অন্য ভাষা অর্জন করতে থাকে। আগেকার সোভিয়েত ইউনিয়নেও একই অবস্থা ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম হয়েছিল যুদ্ধ এবং বিপ্লবের রক্তে স্নান করে। কিন্তু যখন শুরু হল শান্তি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির যুগ তখনি তা আর টিকতে পারল না। ভারতে ইংরিজির মতোই, পুরোনো সোভিয়েত দেশের সবকটি প্রজাতন্ত্রেই রুশ ভাষা এখনো টিকে আছে প্রশাসন, পারস্পরিক যোগাযোগ এবং উচ্চ শিক্ষার ভাষা হিসেবে। দেখা যাচ্ছে যা ছিল অতীতে সাম্রাজ্যের ভাষা তা-ই নতুন জাতিগুলির নব - জীবনের সংগ্রামে তাদের সহায়ক হয়ে উঠছে। কারণ ভাষা হচ্ছে যোগাযোগের একটা হাতিয়ার মাত্র। আর হাতিয়ার নির্বাচন করা হয় কর্মসহায়ক হিসেবে তাদের দক্ষতার জন্য। ভারতে, আমাদের ভাষার ব্যাপারটি নির্বাচন করতে হবে, আমাদের সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী আবেগের বশে তাড়িত হয়ে কখনোই নয়।